আগামী দিনের সূর্যকে

BANGLADARSHAN.COM

তুষার আদক

রূপান্তর

কথা ছিল তুমি আসবে
বসবে। কথা বলবে
সুখ দুঃখের দুটো পাঁচালি শুনিয়ে
আবার চলে যাবে
অথচ তুমি এলে না
বসলে না
কথা বললে না
সুখ দুঃখের দুটো পাঁচালি শুনিয়ে ফিরে গেলে না।

অবশেষে তুমি এলে
ভরা নদীর পাড়ে
অন্যরূপে। অপরূপ সাজে
অপরূপা বাংলার বধূর মতো
তেজস্বিনী বাংলার মেছুনীর মতো
করুণাময়ী বাংলার ঘুটে কুড়ুনীর মতো

তখন তোমাকে দেখলাম দু'চোখ ভরে
তোমার কথা শুনলাম দু'কান ভরে
তোমাকে প্রণাম করলাম
মন প্রাণ উজাড় করে।

BANGLADARSHAN.COM

রণক্লান্ত সৈনিকের মতো

তোমার চরণ চিহ্ন আঁকতে গিয়ে
হঠাৎ একটি হোঁচট খেলাম
পা ফেটে রক্ত
রক্ত ফেটে জল
এমনিভাবে আরও কত কি
কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার
মনে এতটুকু আঘাত লাগল না
বুকে এতটুকু ব্যথা
বুঝতেই পারলাম না
আমি একটা হোঁচট খেয়েছি
সেই হোঁচটে পা ফেটে গেছে
রক্ত ঝরেছে
ঝরেছে জল
যেন সবই মায়া
সবই যেন মরীচিকা
তবুও তোমার চরণচিহ্ন আঁকলাম
মনের এ্যালবামে
ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলো
আমি শুধু রণক্লান্ত সৈনিকের মতো
পথের পাশে পড়ে রইলাম।

BANGLADARSHAN.COM

ওকে ভালোবাসো

ওকে ভালোবাসো,
কারণ ও একটা কান্নার প্রতিচ্ছবি
ওকে প্রেম দাও
কারণ ও একটা হতাশার প্রতিমূর্তি।

ওকে আমি ভালোবেসেছি
কারণ ওর চোখে দেখেছি বঞ্চিতের মরুপথ
ওকে আমি প্রেম দিয়েছি
কারণ ওর বুকে দেখেছি বেদনার নগ্নক্ষত।

BANGLADARSHAN.COM

সংগ্রাম

কত আর সংগ্রাম করা যায়
সকাল থেকে সন্ধ্যে
সন্ধ্যে থেকে সকাল
সংগ্রাম করে করে শরীরটাকে
নিজেই নিজে কুরে কুরে খাচ্ছি
ভস্ম করছি বিবেক বুদ্ধি
পুড়ে খাক করছি অস্থি চর্ম
যেন জীবনটা একটা সংগ্রামী জাহাজ
হাত পা চোখ মুখ এক একটা সংগ্রামী সৈনিক
বিপুলা পৃথিবী সমরক্ষেত্র
পল অণুপল সময়ের সংকেত।

BANGLADARSHAN.COM

ঝোপ-কোপ-তাল

ঝোপ দেখে কোপ মারতে গিয়েছিল শিবু দাস
কিন্তু পারলো না। ধরা পড়ে গেলো
অবশেষে হলো তার জেল।

তাল বুঝে কেটে পড়তে গিয়েছিল হারু গোঁসাই
কেটেও পড়লো। হলো না তার কিছুই
সাফ বেঁচে গেলো।

তাই বলছিলাম কি জানো হে
ঝোপ দেখে কোপ না মেরে
তাল বুঝে কেটে পড়া অনেক ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার দুচোখ

আমি জানি তোমার দুচোখ গেছে দূরে বহু দূরে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তাল তমালের দেশে
শাল পিয়ালের বনে বনে তোমার দুচোখ
খুঁজে বেড়ায় শালিক পাখির পাখনাঢাকা খুশির বাসা
বউ কথা কও পাখির ডাকে তোমার উথাল পাথাল মন
গায়ের গন্ধে ভরিয়ে নেয় সব পাওয়ার ভাষা
তবুও আমি স্নিগ্ধ হাওয়ার স্রোতের মুখে ভেসে
হারিয়ে যাওয়া মনটি তোমার খুঁজে বেড়াই
লক্ষ্মীছাড়া কালনেমীর বেশে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি অনিচ্ছা

পূর্ণিমার চাঁদ ছুটে চলেছে
টুকরো টুকরো মেঘের বুক চিরে আকাশের কোলে
ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঝরে পড়ছে রূপালী আলো পৃথিবীর বুকে
ভিজিয়ে দিচ্ছে আম জাম কাঁঠালের বন
তাল তমাল নারিকেল সুপারি
লতা পাতা ফুল ফল।

দেখতে দেখতে জুড়িয়ে আসছিলো চোখ
খুশির নেশায় ভরে যাচ্ছিলো মন
হঠাৎ একটি কান্না এলো ভেসে
ছা-পোষা গেরস্থবাড়ি থেকে
ছুটে গেল চোখের নেশা
টুটে গেল মনের কল্পনা
আরো কঠিন হবার একটি অনিচ্ছা
বুকের উপর পাথর হয়ে বসে রইলো।

BANGLADARSHAN.COM

রাখি পূর্ণিমা

আজ রাখি পূর্ণিমা
তাই পিঠে পুলির উৎসব
কিষাণ আর কিষাণ বউ কিছু চাল
বগলদাবা করে চলল পাড়ার দিকে
দেখি কোথাও ভাঙাতে পারে কি না
পাড়াময় ঘুরলো
কিন্তু কেউ একবার দিলে না ঢেঁকি
বিফল মনে ফিরে এলো ঘরে
সেদিন আর কিষাণ ও কিষাণ বউর
পিঠে পুলি হলো না
অথচ বাঙালির হালখাতায় লেখা হয়ে থাকলো
আজ পিঠেপুলির উৎসব।

BANGLADARSHAN.COM

বাবু, কুকুর ও আমি

ভোজবাড়িতে আমার একটি কাজের বরাদ্দ থাকে
বাবুরা খেতে বসলেই আমার কাজ বেড়ে যায়
কুকুরগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা।
কিন্তু কুকুরগুলো বাগ মানতে চায় না
মণ্ডা মিঠাই দেখলেই লাফাতে থাকে
যত বলি থা থাম কিন্তু কেউ শুনতে চায় না
যেন মনে করে
তাদের খাবার বাবুরা চুরি করে নিচ্ছে।
আর এদিকে বাবুদেরও বলিহারি
একটু যে চটপট হবে তার জো নাই
খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন
যেন কোনো তাড়া নাই
আমি শুধু বাবু আর কুকুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রমাদ গুনি কি জানি
কখন কি অঘটন ঘটে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

একটি মিষ্টি মধুর কবিতা

আমাকে ডেকো না বন্ধু সীমানার ওপারে
ঐশ্বর্যের অহমিকা আর অহংকারের আতিশয্যে
ডুব দিতে।
নগ্ন, কদর্য, পঙ্কিলময় রাজনীতি থেকে
আমাকে মুক্তি দাও।

আমাকে বাঁচতে দাও বাংলার বুকে
আমার সোনালী বাংলার বুকে
চাষী ভাইদের অফুরন্ত ভালোবাসায়
আমার বিক্ষত বুকটাকে একটু শীতল করে
তাদেরই সাথে বাঁচতে দাও।

হিজল গাছের নিচে দুর্বাঘাসের এতটুকু ছাউনি ফেলে
আমাকে দেখতে দাও—কত সুন্দর আমার বাংলা
রূপসী বাংলা!
আমাকে দেখতে দাও—
আমলকি ডালে কলমি শাকের ফাঁকে আলোর ঢেউ,
পলাশ ফুলের খুশি, কদম ফুলের হাসি।

আমাকে শুনতে দাও এদেশের পাখির গান
রাখালিয়া মাঠে উদাস সুরের মূর্চ্ছনা
খুশির ভাষাহীন কাকলি।

সুদূরে ডেকো না বন্ধু
সবার শেষে আমাকে বলতে দাও
আমার বাংলা আর কিছু নয়
একটি মিষ্টি মধুর কবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

বয়সের অভিসন্ধি

দেখতে দেখতে সপ্তাহের দুটি দিন কেটে গেল
রবি আর সোম।
এমনিভাবেই খসে খসে পড়ছে জীবনের বৃক্ষ থেকে
দিনের পাঁপড়িগুলি।
মুছে যাচ্ছে আয়ুর পাতা হতে কালির আঁচড়
সাগরের বেলাতটে জীবনের হিসাবনিকাশ
হারিয়ে যাচ্ছে জনতার ভিড়ে
তলিয়ে যাচ্ছে অতলের কোলে
গুলিয়ে যাচ্ছে পেশির জটিলতায়।

রবি আর সোম। সোম আর রবি
আসছে আর যাচ্ছে
যাচ্ছে আর আসছে
ঠিক যেমনটি সাইকেলের চাকা।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু!
রবির দ্বারগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি না
সোমের প্রথম মুখ
আর সোমের দ্বার গোড়ায় রবির।
চেনা আর অচেনা
মাঝখানে এসে গড়ে তুলছে
অপরিমেয় দুর্জ্ঞেয় মিনার।
সেটি আর কিছু নয়
বয়সের অভিসন্ধি
মৃত্যুর পরোয়ানা।

মাঝে মধ্যে

নতুন করে বলার কিছুই নেই
তবুও যেন কত কথা থেকে যায়
জিভের ডগায় মুখের খুপরিতে
মনের এ্যালবাম থেকে একটি একটি শব্দ তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে মারলে দেখা যায় সুন্দর একটি বাক্য হয়ে গেছে।
সেই বাক্যে অর্থ-ভাব-ভাষা আছে
অলংকার-ছন্দ-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ
আমরা মাঝে মধ্যে পাশ কেটে বেরিয়ে যাই
যেন ভাবখানা জানি না চিনি না বুঝি না
অথচ আমরা সময়ে সময়ে ভালো কথা বলি
মনে দাগ কাটার মতো বাক্য রচনা করি

আসলে বলতে গেলে
আমরা মাঝে মধ্যে এক একটি বাক্য যে হয়ে যাই
টেরই পাই না।

BANGLADARSHAN.COM

ইচ্ছে করে পালিয়ে যাই

ইচ্ছে করে পালিয়ে যাই
যেখানে কান পাতলে মাটি কথা বলে
ঘাসের গন্ধে মন ভরে ওঠে
শুঁয়োপোকা, উঁইপোকার মিঠে কামড়
রক্ত ঝরায় না। এক বুক জ্যোৎস্নার আলো
শিউলি ফুলের মালা গেঁথে
ভাসিয়ে দেয় বাতাসের বুকে;
একমুঠো আনন্দ ভালোবাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে
খুশির প্রতীক্ষাকে প্রণাম করে।
এক হাতে মমতার প্রতীক
আর হাতে মুক্তির শঙ্খ
পাখির কান্নায় বৃষ্টি ঝরায় না
জোনাকির আলো ধুয়ে দেয়
লোকপথ–জনপথ।

BANGLADARSHAN.COM

সংলাপ

জীবনে কত বিচ্ছেদ, কত বেদনা, কত মৃত্যু কত অপমৃত্যু
পায়ে পায়ে স্মৃতিরেখা কত হোঁচট তোলে
কত তত্ব কত সত্য কত ভাসা ভাসা মলিন মিনার
কত অশ্রুজল ভ্রান্তি পাশে আছড়িয়ে পড়ে।

কর্ণকুহরে: বুকের কবরে অব্যক্ত মর্মদাহী জ্বালা
কত স্পর্শ ক্ষীণ দীপশিখার উষ্ণাবেশ তোলে
তিমিরাঙ্কে ধ্যানমগ্ন নক্ষত্র আসে যায় অনিত্য
ঠিক তেমনি কম্পিত স্মৃতিরেখা কুণ্ডলি পাকে।

যত ভাবি বিদগ্ধ পৃথ্বির বুকে: ক্ষয়িষ্ণু জীবনে
অন্ধকারের তিতিক্ষা করে আত্মসাৎ
আলোকবর্তিকা কেন খুঁজে মরি মাথা কুটে
বর্তমানই তো সব। উদ্দাম সমুদ্রে–
দিক্‌বিদারী সংলাপ।

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে যে কামড়াতেই হবে

কেউ যদি শাসান–
চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব
না আমি একটুও রাগ করব না
অধিকন্তু আমি তাকে বলব
পারেন তো এখনি ছালটা তুলে নিন
বড্ড জ্বালিয়ে মারছে
কাঁহাতক রাত নেই দিন নেই
ছালকে বয়ে বেড়াই
কি উপকারে লাগছে বলুন তো
তার থেকে ছালবিহীন
বাঃ ভাবতে দারুণ দারুণ লাগছে।
কেউ যদি বলেন–
জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো
না এতেও আমি রাগ করব না
অধিকন্তু আমি তাকে বলব
পারেন তো এখনই ছিঁড়ে ফেলুন
বড্ড উপকার হয়
নাঃ আর পারছি না মুখ দেখাতে
কোনো উপকারেও আসছে না
পরন্তু যখন তখন বেফাঁস কথা বলে
মুশকিল করে ফেলি
তার থেকে জুতোর ঘায়ে ছিঁড়ে...
অনেক অনেক নিরাপদ।
আর কেউ যদি বলেন–
ঘুঁষি মেরে দাঁত ভেঙে দেবো
তাহলে আমি ভীষণ ভীষণভাবে রেগে যাবো
না মশায় আর যাই করুন
দাঁত ভাঙতে দেবো না

BANGLADARSHAN.COM

দাঁত আমার একমাত্র আশা নিরাশার সম্বল
আপদে বিপদে সম্বল
আরে মশায় দাঁত যদি ভেঙে দেন
তাহলে আমি কামড়াবো কি দিয়ে
আমাকে যে কামড়াতেই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

আগন্তুক, আমি ও কিছুক্ষণ

সেদিন এক আগন্তুক আমাকে বললেন
একটি কবিতা দিতে পারেন কবিতা
আমি বললাম বেশ তো বলুন না
কেমন কবিতা চাই
আগন্তুক বললেন–কেমন কবিতা বলতে পারবো না
কিন্তু একটি কবিতা চাই
আমি লিখতে আরম্ভ করলাম–
“ওই আকাশ ওই বাতাস সাগর নদী জল...”
আগন্তুক চিৎকার করে উঠলেন
না না হবে না হবে না
এমন কবিতা চলবে না
বেশ তাহলে লিখি–
“ঝর্ণা আর পাহাড়, ফুল আর পাখি তোমরা সব...”
আগন্তুক আর্তনাদ করে উঠলেন
ও মাই গড্ প্লিজ স্টপ স্টপ
নাঃ হলো না হলো না
আমি তখন কাগজ কলম গুছিয়ে
বেশ টান টান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম
আচ্ছা কি ব্যাপার বলুন তো
কি ধরনের কবিতা চাই বলতে পারছেন না
কেমন ধারার কবিতা চাই তাও...
অথচ কোনো একটা দিক দিয়ে আরম্ভ করলে
সেই আরম্ভের শেষ না দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি করে ওঠেন
–না না চলবে না চলবে না
তা বেশ তো আপনিই বলুন না–
রোম্যানটিক, প্যাথেটিক বা অন্য গোছের
আগন্তুক আমার সমস্ত কথা
খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে

BANGLADARSHAN.COM

শেষে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন
কেমন কবিতা চাই বলতে পারবো না
কিন্তু একটা কবিতা চাই
তা এখন এখনি খুব জরুরি
না মশায় আমার দ্বারা কবিতা লেখা চলবে–
আমার কথা শেষ হলো না
আগন্তুক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন
তারপর পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন
আমি স্পষ্ট দেখলাম
উদাসীন চোখে কিসের একটা ইঙ্গিত
পরক্ষণে আগুন
তারপর দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু
তারপর ব্যঙ্গের কি সুতীব্র কটাক্ষ।

BANGLADARSHAN.COM

কৃত্রিম উৎসবে....

ক্ষণিক জীবনে বিরাট ভালোবাসা
স্বল্প অবসরে আকাশকুসুম আশা
বুদবুদের মতো হঠাৎ একদিন
মাটির তলায় হয়ে যাবে লীন
চলে যাব দুটি বাংলার ধানসিঁড়ি ধরে
মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া ছেড়ে,
মেঘে-ঢাকা, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম ছুঁয়ে
গঙ্গা পদ্মার বুকে চুম্বন দিয়ে।
নজরুল রবীন্দ্রনাথকে রেখে।
গায়ে মেখে–
দুটি বাংলার ধূসর রেণু
রাখালিয়া মাঠে বাজিয়ে বেণু।
যাব চলে–
থাকব না চিরদিন নব দুর্বাদলে।
শুধু একবার তাকাতে পিছু ফিরে
এ সুযোগও আসবে না একেবারে।
পড়ে থাকবার যদি কিছু থাকে
হেথা, সেথা বাংলার বুকে
জীবনের পিছে
নীল নীল ঘাসের কাছে
সারা জীবনের ভালোবাসা
আর কিছু কিছু ভাঙাচোরা ভাষা
হাসি গান
অম্লান
ভাবে
দুটি বাংলার কৃত্রিম উৎসবে।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী যখন

পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে
আমি তখন জেগে উঠি
এগিয়ে চলি সামনের দিকে
কাঁটা ঝোপ বনঝাউ ছাড়িয়ে
ফণি মনসা বিছুটি গাছ
তাল গাছ খেজুর গাছ
নারিকেল সুপারি
রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া
কেয়া বন ঝাউ বন
এপাশ ওপাশ
ডাইনে বাঁয়ে
কত কিছু চোখে পড়ে
কত কিছু শরীর ছুঁয়ে যায়
ইঁদুর ছুঁচো সাপ ব্যাঙ
শেয়াল খরগোস
পেঁচা পেঁচি জোনাকির আলো
তবুও এগিয়ে চলি
হয়ত এমন সময় কেউবা
ঘুমিয়ে থাকে অঘোর ঘুমে
হয়ত এমন সময় কেউবা
স্বপ্ন দেখে দুচোখ ভরে
হয়ত বা এমন সময়
কেউবা রমণীর চোখে দেখে
নব প্রভাতের নতুন দিগন্ত
হয়ত হয়ত...।

কিন্তু আমি একি দেখি
রাতের অন্ধকারে আর একটি পৃথিবী
পৃথিবীর মধ্যে আর একটি জগত

BANGLADARSHAN.COM

জগতের মধ্যে আর একটি...
পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে
ঘুমিয়ে থাকে একটি স্পন্দন
প্রাণচঞ্চল একটি দিগন্ত।

তবুও স্পন্দনহীন পৃথিবীর বুকে
যেন আর একটি স্পন্দন
আগামী দিনের প্রভাতকে
কাছে ডাকছে।

BANGLADARSHAN.COM

সকাল দুপুর সন্ধ্যা

ভোরের বেলায় শিউলি ফুলের গন্ধে
সারা উঠোনটা মেতে ওঠে
কৃষাণ বউ যখন ঝাঁট দিয়ে যায়
শিশির ভেজা দুব্বাঘাসগুলো আলতোভাবে
চুমা দিয়ে যায়
কৃষাণ বউর পায়ের ফাঁকে
দুবছরের ছোট্ট মেয়ে
যত্ন করে কুড়িয়ে আনে ঝরে পড়ে শিউলি ফুল
কৃষাণ বউ হা হা করে ওঠে
ধমক খেয়ে

দুবছরের ছোট্ট মেয়ে কেমন যেন হাঁফ ছাড়ে
এমনিভাবে ভোরবেলাটা
কখন কেমন কেটে যায়
কৃষাণ বউ, ছোট্ট মেয়ে আর শিউলি ফুলের ফাঁকে
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা
ঘাম ঝরিয়ে ভাবতে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি ছবি

সমুদ্রের ধার
একটি নারী
একটি প্রজাপতি
বা এমন করে বলা যায়
একটি প্রজাপতি
ও একটি-নারী
সামনে ঢেউ
ঢেউ এর পরে ঢেউ
তারপরেও ঢেউ
ঢেউ উঠছে ভাঙছে
আবার ভাঙছে উঠছে

তাহলে হলো
একটি নারী একটি প্রজাপতি
এবং অসংখ্য ঢেউ
এমনিভাবে কিছুক্ষণ
তারপর প্রজাপতি
নারীকে স্পর্শ করলো উড়ে গেল
অবশেষে ঢেউ উঠলো
নারীর পায়ে আছড়ে পড়লো
সব ময়লা ধুয়ে
তৃপ্তির জলকণা ছিটিয়ে
ফিরে গেলো।

BANGLADARSHAN.COM

কুকুরটা

অবশেষে কুকুরটা মারা গেল।
চেয়েছিল জীবনের সিঁড়ি ভেঙে
সমাজের কাঠগড়া ডিঙিয়ে এক ধাপ
ওপরে উঠতে।
অগোছালো সংসারটাকে গুছিয়ে নিয়ে
একটু শান্তি, একটু স্বস্তিতে জীবন কাটাতে।
এই আলো, এই বাতাস থেকে
তার ন্যায্য অধিকারটুকু কেড়ে নিয়ে
চেয়েছিল একটু প্রতিষ্ঠা;
অভিশাপে কুয়াশা কেটে বেরিয়ে আসবে
তার জীবনের মুক্তির সংকেত
বাঁচার প্রত্যাশা।
সম্প্রতি তার তর সইল না।
পারল না ওপরে উঠতে জীবনের সিঁড়ি ধরে।
পারল না গোছাতে অগোছালো সংসারটা।
মারা গেল!
নির্মমভাবে! নিষ্ঠুরভাবে!
হতভাগ্য জানতো না যে
সে কুকুর। কুকুরই।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো জ্বলছি

একদিন জোনাকি সূর্যকে ডেকে বলল–
তুমি একটি বোকা
কি দরকার একটানা আলো দিয়ে
পারো না আমাকে অনুকরণ করতে
তোমার যেমন আলো আছে
আমারও.....কিন্তু

সূর্য জোনাকির কথা শুনলো
হেসে বললো–
ব্যাপারটা কি জানো
আমি যে তোমার মতো জ্বলতে নিভতে পারি না
কারণ–আমার যে নিজস্ব কোনো সত্ত্বা নাই
ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বহীন জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
সেই কবে থেকে যে জ্বলছি জ্বলছি
এখনো জ্বলছি।

BANGLADARSHAN.COM

যাবার পথে টুকরো কথা

আমি চলে যাচ্ছি সূর্যাস্তের সাথে সাথে সূর্যোদয়ের দেশে
সাগর গান করছে। নদী হাসছে। পাখি কাঁদছে
লতাপাতা ফুল ফল হাসি আর গান তোমরা নিতে চাও নাও
শুধু আমার স্মৃতির অক্ষত আধারটি তোমরা ভেঙে দিও না।

আমার শেষ বিশ্রাম তোমরা কেড়ে নিলে উদ্ধত ফণা তুলে
আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি জানি তোমরা কিছু করবে না
তোমাদের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। তোমরা বুড়ো হয়ে গেছো
তোমাদের মাথায় গুবরে পোকা কিলবিল করছে কৃমির মতো।

তবুও আমার স্মৃতি থাকলো মাটি কামড়ে ডাইনির মতো
থাকলো আমার সময় ও সাগর। নদী আর পাখি
মৃত্যুর সময়, সময় ভরসা আমার। তৃষ্ণার সময় সাগর
মুক্তির সময় নদী রইলো। কান্নার সময় রইলো পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি চলে যাচ্ছি সূর্যাস্তের সময় সূর্যোদয়ের দেশে
আলো চাই না অন্ধকার হোক আমার গোপন পাঠশালা
চেতনা তোমাদের প্রচ্ছায়ায় বিজয়ীর পুরস্কার নিয়ে আসছে
সামনে কবর। ছুটো না। হোঁচট খেয়ে নাক ফাটাবে।

একটি আধুলি

যেহেতু বাঁচতে চাই যেহেতু চেয়েছিলাম
একটি আধুলি।
আধুলি দিয়ে কিনব একটি জীবন, একটি প্রাণ
রক্ত মাংসে গড়া একটি সরস সতেজ শরীর
তাতে থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
সুনির্মল আকাশের মতো
হেমন্তের প্রত্যূষে সদ্য জেগে ওঠা
সূর্যের মতো একটি হৃদয়
হৃদয়ে থাকবে ভালোবাসা
ভালোবাসার থাকবে সম্প্রীতি
সম্প্রীতির মধ্য থাকবে পবিত্রতা।
কিন্তু তুমি দিলে না
দিলে না আমার স্বপ্নে আঁকা
একটি সোনালী সকাল
সদ্য স্নাত একটি রূপোলী রাত
তপ্ত নিঃশ্বাসে ভেঙে খানখান
হয়ে গেল আমার ইচ্ছা
আমার আকাঙ্ক্ষা
আমার আমার।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু, একটু সবুর করো

মৃত্যু, একটু সবুর করো।

নর্দমার পাশ কেটে
আবর্জনার মাচান্ ঠেলে
বস্তি বাড়ির ভিত খুঁড়ে
ঢুকি আগে আস্তাকুঁড়ে
বুকে সুখে চোট মেরে
জাগাই আগে নির্জীব আগ্নেয়গিরি।

মৃত্যু, আরও একটু সবুর করো।

তারপরঃ অগ্নিরক্তে তুফান ঝটিকা
টাইফুন সাইক্লোন তুলে
ক্লান্ত মুষ্ঠি উত্তোলিত করে
সবুজ ঝাণ্ডা: রক্ত কেতন
ঊর্ধ্বে তুলে
পথে প্রান্তে
ভাগাড়ে দিগন্তে
সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে
জ্বালাই আগে নিষ্প্রভ দীপিকা।

যদিও এখান হতে যোজন তিনেক দূর
পথে আছে বাধা প্রচুর
তবুও আমার মুষ্ঠি
দিল্লিবাসীর ভাঙবে গোষ্ঠী।

ওই যে একটি দুর্গ দেখা যায়
মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
গর্ব তার পড়ছে ফেটে ধরায়
আগে ঐটা ভাঙি।

BANGLADARSHAN.COM

ঐটা আগে গুঁড়িয়ে দিই
নেতিয়ে দিই।

তারপর?
তারপর মৃত্যু আমি আসব ছুটে
তোমার উলঙ্গ বুকে
নগ্ন কোলে
পড়বো লুটে।

মৃত্যু! ঠগ জোচ্চোর যতসব ধড়িবাজ
ঐ দুর্গে গদি আঁকড়ে সাজছে রাজ
কাটছে গলা লুটছে টাকা
সাম্যবাদের গুলি মেরে দিচ্ছে ধোঁকা।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্চর্য

একেই বলে আশ্চর্য
সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম বললে অত্যুক্তি হবে না
আর অত্যুক্তি হবে না ভেবেই
আশ্চর্য বলে চালিয়ে দিতে পারছি।
ঘটনাটা এমন কিছুই নয়
খুবই সহজ সরল এমনকি
এমন ঘটনা আমার আপনার দ্বারাও ঘটে থাকে
আমার আপনার হাত দিয়েও ঘটে থাকে
আমার আপনার মুখ দিয়েও যখন তখন ঘটে থাকে
অথচ মজার ব্যাপার
আপনি আমি টেরই পাই না
আপনি আমি জানতেও পারি না
অথচ ঘটে যায়
ঘটে যায় মানে হামেশাই ঘটে যায়
ঘটে যায় মানে অহরহ ঘটে যায়
আর সেই সপ্তাশ্চর্য ঘটনার মধ্যে
আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে
আর কিছুই নয়
এক একটি সুন্দর কবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

নমস্কার

নমস্কার,
আমাকে কবিতা সম্পর্কে কিছু
বলতে বলেছেন?
বেশ তো এতে আর ন্যাকামি
করার কি আছে
আমি বলছি। আপনারা শুনুন।
কবিতা একটি স্বর। যাকে আমরা
বলি কণ্ঠস্বর
যে কণ্ঠস্বর থেকে বেরোয়
বিদ্রোহের দাবানল
যে দাবানলে আমরা পুড়ি। মরি
পরিশেষে ফিরে পাই একটি
পরিশুদ্ধ জীবন।
যে জীবনে আশা আছে, ভাষা আছে,
হাসি আছে যে আশা ভাষা হাসিতে
ফিরে পাই সত্য সুন্দর সরল হৃদয়
যে হৃদয়ে দিল আছে সংকীর্ণতা নাই
অখণ্ড আকাশ আছে, অথচ
কালো মেঘ নাই।
কবিতা বৈপ্লবিক-চেতনার
একটি অভিব্যক্তি
আধ্যাত্ম চেতনার একটি জ্বলন্ত রূপ
আগুন আছে, তাপ আছে,
অথচ স্নিগ্ধ, মিষ্টি মধুর।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু এক প্রেতাত্মা

ঘুমন্ত সংশয় ভেঙে যেদিন আসবে কাছে
উগ্র যৌবনের উন্মাদনায় ফেটে-পড়া রূপ রস গন্ধ নিয়ে
নগ্ন অন্ধকার আলোকিত করে বিরহ বেদনার অস্বস্তিতে
বংশ বীজ বুকে বেঁধে সেদিন দেখবে ঘর শূন্য।
হাহাকার আকীর্ণ থমথমে স্তব্ধতায় পড়ে আছে নৈর্বক্তিক বেদনা
পড়ে আছে নিষ্কলুষ আসন ক্লান্তির মাস্তুল
দেখবে, দীর্ঘদিনের এক ভয়ঙ্কর ছেদ
দুরন্ত সাহস
সময়ের আলোকবর্তিকা খুঁজছে

যদি পেতে চাও কুসুমাস্তীর্ণ প্রেমের সিঁড়ি
তাহলেও পাবে না তা,
পাবে শুধু এক প্রেতাত্মা, যে তোমাকে
ভুলতেই পারত না অহরহ
তাকে আজ সময়ে ও অসময়ে তুলে দিত দুটি হাত ভরে
আকাঙ্খিত টুকিটাকি
লজ্জার শৃঙ্খল ছিঁড়ে
হতভাগ্য সমাজ সংসারে।

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বাস করো রিরংসু

তুমি বিশ্বাস করো রিরংসু
আমি অসহায় লাইট পোস্টের মতো
ঠায় দাঁড়িয়ে সারারাত ভিজতে চাইনি
আমি দাঁড়িয়েছিলাম সে আসবে
কালো রাত্রির খামে মোড়া নিষ্পাপ তপস্বিনীর মতো
কথা ছিল সে এলে
আমরা চলে যাবো জোনাকির হাত ধরে
সর্বংসহা শ্মশানের বুকে
ক্ষুধার্ত ঢিপির উপর পাশাপাশি বসব
উষ্ণ নিঃশ্বাসে ভিজিয়ে নেব দুর্বাদলশ্যাম
ভরিয়ে দেব নগ্নতার প্রলেপ দিয়ে
উলঙ্গ গর্তগুলো
তীব্র আকর্ষণে আমি ফুটিয়ে তুলবো
পৃথিবীর বুকে একটি রক্ত গোলাপ।

BANGLADARSHAN.COM

এই অন্ধকার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ

শান্তির অফুরন্ত তরঙ্গ।
তৃপ্তির তরীকে ঘিরে করে অবাধ নৃত্য।
চুম্বন, চুম্বন ধরে রাখে স্খলিত মানব সত্তা
অদ্বিতীয় ভাণ্ডারে একটু একটু করে কত পল অনুপল।
সম্মুখ পশ্চাতে ফেলে।
শুধু আশা প্রত্যাশাকে লক্ষ্য রেখে–
এতটুকু স্পর্শে আর এতটুকু উষ্ণ নিঃশ্বাসে
অন্ধকারের গুরুত্ব কতখানি তা বর্তমান
লিখে রাখে কালের ইতিহাস কত যত্নে!
ভোরের সোনালী রোদ্দুর যখন উঁকি মারে
সুখের ঘোমটা দুটি হাতে সরিয়ে
তখনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন
যায় হারিয়ে। এই অন্ধকারে, এই অন্ধকারে।

BANGLADARSHAN.COM

শয়তানির একটা সীমা আছে

শয়তানির একটা সীমা আছে
সেই সীমা অতিক্রম করলে
মানুষ জানোয়ার হয়ে যায়।

এমনিভাবেই সুখেন্দু ছিল একটা শয়তান
একদিন তার অবচেতন মনে মেরে বসল একটি মশা
অবশেষে সে শয়তানের সীমা অতিক্রম করলো
হলো জানোয়ার।

অপরাধ এমন কিছু আহামরি নয়
মশাটি সুখেন্দুর কণ্ঠনালী ভেদ করে
চালিয়েছিল শুঁড়
শুষে নিচ্ছিল কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত
শুধু এখানেই শেষ তা নয়
সুখেন্দুর বিচার হয়েছিল
সেই বিচারে সুখেন্দুর হয়েছিল দ্বীপান্তর
যেখানে মশার উপদ্রবটা একটু বেশি।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু ক’টি শব্দ

ঢাল নয়, তরোয়াল নয়
নয় কোনো বন্দুক ছোরা
লাল নয়, তেরঙা নয়
নয় কোনো কাস্তে হাতুড়ি তারা।

শুধু ক’টি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে
মনের বিনতি মিনতি সাথে মিশিয়ে
প্রাণের কথা
বুকের ব্যথা
চেয়েছি বলতে।

যদি কিছু থাকে ক’টি শব্দের বুকে
বাঁচার ঠিকানা
মুক্তির সংকেত
তাই থাক না।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধু! মরা প্রাণে যদি কিছু গান শোনাতে চাই
পচা হাড়ে যদি কিছু সুর বাজাতে চাই
সে কেন হবে অপরাধ?

সিগ্‌ন্যাল

আকাশটা হঠাৎ লালে লাল হয়ে গেল কেন
বুঝতে পারছি না।
তবে কি সূর্য উদয়ের পথে
সব নির্যাসটুকু ঢেলে
মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে
না সূর্য তার বিদায় নেবার সন্ধিক্ষণে
নিজের শরীর থেকে সব রক্ত ঢেলে
লজ্জায় মুখ ঢাকতে চাইছে

বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা কিহয়ে গেল
লাল লাল শুধুই লাল
লালে লালে সারা আকাশটা রক্তগঙ্গা
সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন রক্তের প্লাবন
লাল–কিসের সিগন্যাল?
লাল–কার সিগন্যাল?
লাল–কেনই বা এত সিগ্‌ন্যাল?

BANGLADARSHAN.COM

একটি মুহূর্ত, দুটি আশা

সজনে গাছের ডালে বসে ভাবছিল একটি পাখি
চোখে তার বিরাট আশা
মুখে তার অজন্তার কারুকার্য
পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল
সূর্য উঠতে আর কত দেরি!
খিড়কির পেছনে খানাডোবাতে খেলছিল একটি মাছ
চোখে তার বিরাট আশা
মুখে তার অজন্তার কারুকার্য
আকাশের দিকে চেয়ে সে ভাবছিল
বৃষ্টি নামতে আর কত দেরি!

সূর্য আর বৃষ্টি
বৃষ্টি আর সূর্য
পাখি আর মাছ
মাছ আর পাখি
কি অদ্ভুত ব্যবধান, কি সুন্দর মুহূর্ত
সূর্য কখন উঠবে
বৃষ্টি কখন নামবে
দুয়ের দুটি কি বিরাট আশা!

BANGLADARSHAN.COM

হারিয়ে পাওয়া

এইমাত্র ট্রেনটি মিস করলাম।
হালফিল নিকষ কালো নিস্তব্ধ রাত্রি। জোনাকিরা
উড়ে বেড়াচ্ছে দামাল বাতাসের বুক চিড়ে। ট্রেনটি
ছুটে গেল অচেনা দেশের পাঁজর ভেঙে
সীমান্তের ওপারে
ট্রেনটি চলে গেলেও আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল না
বুকে প্রচণ্ড একটা বোঝা চাপিয়ে গেল
অস্বস্তির দৃশ্যপট কেন জানি না
আমাকে কুরে কুরে খেতে এলো
আমি এক পা এক পা করে পিছোতে লাগলাম
ক্রমে ক্রমে প্লাটফরম, টিকিট কাউন্টার
ওয়েট্ রুম। অবশেষে রেল লাইন
একটি স্টেশনের পর আর একটি
আর একটির পর আরও একটি
এমনিভাবে আমি পৌঁছে গেলাম কোনো এক জায়গায়
দেখি ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে বিরাট অজগরের মতো
মাঝে মাঝে সাদা আঁশগুলো চিক্‌চিক্ করছে
আমি এক লাফে উঠে বসলাম
খুশির দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলাম মেজাজটা
স্বস্তির সুরমা চোখে ঢেলে নিজেকে দেখে নিলাম
জী সব ঠিক্ হ্যায়
শুধু সামনে রেড সিগন্যালটা হায়নার মতো
দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি দুরন্ত দুর্বার

বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমি মহীয়ান
মিথ্যার প্রাচুর্যে আমি শক্তিমান
হে দুরন্ত কালবৈশাখী! শোনো,
হিংসার দম্ভে ভয় করি না কোনো।

উত্তাল সাগরে আমি উত্থান
ক্লেদাক্ত পৃথ্বীতে আমি বেগমান
হে ভয়াল বিভীষিকা তুমি শোনো,
মৃত্যুর ভ্রুকুটিকে ভয় করি না কোনো।

আমি দুরন্ত দুর্বার দুর্ধর্ষ
জীবন মৃত্যুর পদে পদে
মুক্তির পরামর্শ।

BANGLADARSHAN.COM

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তুমি এলে
নিমেষে ছিঁড়ে ফেললে পায়ের চাপে
অস্বস্তির অসুখটাকে
ভেঙে ফেললে গুমোট আলো-আঁধারির সরলরেখা
মাটির গন্ধে জড়িয়ে ধরলে প্রত্যাশাকে
সব পাওয়ার উষ্ণ নিঃশ্বাসে
ফুটিয়ে তুললে একটি মানব সত্তা।

BANGLADARSHAN.COM

দীঘার বুকে

আর যাই হোক এখনও দীঘার বুকে শৃগালের হুক্কাহুয়া শোনা যায়।
দেখা যায় সাগরের বেলাতটে কুকুর কুকুরীর প্রেমের কোলাকুলি
দেখা যায় ঝাউ গাছে গাছে কাঠবিড়ালীর দুরন্ত দাপাদাপি
গাঙচিলের সাগরস্নান, ক্লান্ত ঘুঘুর কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা কাকলি।

দেখা যায় রূপসী দীঘার হাটে বাটে অলিতে গলিতে মরা কুকুর
পড়ে থাকতে। গন্ধ এসে দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে ছড়ায় দুরন্ত নির্যাস;
ঘরে ঘরে মশকের বুকফাটা আর্তনাদ কত করুণ কত সকরুণ,
পেঁচা পেঁচির রূপের বহর। বাদুড়ের যখন তখন উচ্ছ্বাস।

দেখা যায় ইঁদুরের সিঁদ কাটার রণকৌশল, ছুঁচোর কেত্তন
ব্যাঙের গলা ফোলানোর কারিকুরি। আর নকুলের লুকোচুরি
এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে। ফড়িং-এর পাখনায় আকাশ লুকায়,
তেলা পোকার পাখি হবার মিথ্যে উদ্ভট বাহাদুরি।

BANGLADARSHAN.COM

আর যাইহোক এখনও শোনা যায় দীঘার বুকে শৃগালের রব।
শোনা যায় সভ্যতার মড়াকান্না, অসভ্যতার পচা উৎসব।

এমনিই হয়

এমনিই হয়
না চাইতে মেঘ
আর না চাইতে জল
ঠিক ঘরে এসে যায়।

অথচ চালে যে এক আঁটি খড় নাই
সেটা আর কে দেখছে?

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যকে প্রশ্ন করেছিলাম

এই আকাশটাকে ডিঙোতে কত সময় লাগে
এপার ওপার হতে পায়ের তালুতে
বিষণ্ণতা প্রকাশ পায় কি না
ঘাম ভর্তি নোনা জলে
দিনান্তের তৃষ্ণাটুকু মেটে কি?
মেলেনি উত্তর।
ঘুণধরা প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে
কখনো একা কখনো দোকা
একটি জঞ্জাল একটি অভিশাপকে
সাথে নিয়ে
একটি মৃত্যু একটি সমাপ্তিকে
সঙ্গে করে
অথচ কোনো মানে কোনো অর্থ
কোনো রস কোনো গন্ধ
কোনো স্বাদ কোনো তৃপ্তি খুঁজে পাইনি।
মনে হচ্ছে সূর্য আত্মসম্মানে খুবই সচেতন।
তবুও কিরকম দুরন্ত ইচ্ছের শেষে
পেয়েছি বোবামুখে অস্পষ্ট
একটি গোঙানি
ছানিপড়া চোখে কুটিল কটাক্ষ।
সেটি একটি ভেলকি।

BANGLADARSHAN.COM

নাস্তিককে ভগবান

কোনো এক কবি বন্ধু
নাস্তিককে ভগবান দেখাবে বলে
নিয়ে যাচ্ছিল হাত ধরে
খুব সতর্ক হয়ে
যেন হোঁচট খেয়ে নাক থুবড়ে না পড়ে
দুই বন্ধু এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে
অন্ধকারের বুক চিরে
মরা নদীর পাড় ভেঙে
পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ‘আড়িয়া’ কলমি
‘আঁক’ কুলের মিষ্টি গন্ধ ভরিয়ে দিচ্ছে নাক
হঠাৎ একটি শব্দ
চেঁচিয়ে উঠলো শৃগালেরা
আশেপাশের ঝোপ থেকে
পৌষের রাত
তাই শীত পড়েছে কনকনে
শিশিরভেজা ঘাসগুলো মুড়িয়ে দিচ্ছে পা
এমন সময় একটা কান্না এল ভেসে
দুই বন্ধু এগিয়ে চললো দ্রুত পায়ে
কিছু দূর
চোখে পড়ল একটি গাছ
তার নিচে আগুন
আগুনের দুই পাশে
কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে
মা ও মেয়ে
মেয়ের গা নগ্ন
মায়ের গায়ে একটি ছেঁড়া ন্যাতা
থমকে দাঁড়ালো কবি বন্ধু
ইঙ্গিত করে নাস্তিককে
প্রণাম করলো হাত তুলে।

BANGLADARSHAN.COM

দুটি ছবি

কলমি শাকের ফাঁক দিয়ে পড়েছে
একটুকরো মিষ্টি আলো
সেই মিষ্টি আলোয় খেলছিল একটি পুঁটি মাছ।

সময়টা শীতের সকাল।
আমি দেখেছিলাম পুকুরপাড়ে বসে
সূর্যের দিকে পিঠ করে।

দেখতে দেখতে বলছিলাম—বাঃ কি সুন্দর
এই জল, মাছ
আলো আর কলমি শাক।

একটি শব্দ হলো পিছন থেকে
ঘুরে দেখি—
সজনে গাছের ডালে বসে
পুইছে রোদ একটি পাখি
তৃপ্তির নেশায় চোখ গেছে বুঁদে
লেজ পড়েছে ঝুলে।

দেখতে দেখতে জুড়িয়ে আসছিল চোখ
আর মনে মনে ভাবছিলাম—বাঃ কি সুন্দর
এই আকাশ বাতাস
আলো পাখি সজনে গাছ!

হঠাৎ চোখ পড়লো জলে
দেখি—যে জায়গাতে খেলছিল পুঁটিমাছ
সেই জায়গাতে ভাসছে
একটি ঢোঁড়া সাপ।

কার ডাকে উঠতে গেলাম
চোখ পড়ল ডালে
দেখি—যে ডালে বসে পাখি

BANGLADARSHAN.COM

পুইছিল রোদ
সেই ডালে ঢুলছে
একটি বোরো সাপ

কি জানি–গা উঠলো শিউরে
মন উঠলো আঁতকিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

জড়ত্বের গান

থামাও কোকিল তোমার মধুর সুরের গান
গানের সুরে চাই না ফেলতে ছিঁড়ে দুটি কান
দগ্ধ খরায় তপ্ত বালু মাটি
পেটের জ্বালায় উঠছে পরান ফাটি
অন্ন চাইতে গিয়ে খাচ্ছি বুলেট, ধুঁকছে জান
থামাও কোকিল তোমার মধুর সুরের গান।
এসো, আমার তালে কণ্ঠ তোমার মিলিয়ে নাও
নয়তো আমার কানের কাছে
সুরের মৌজ থামাও।
চাই না শুনতে জড়ত্বের এই গান
পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে রাখতে এই প্রাণ
তোমার গান যারা চায় তাদের কাছেই যাও
এখন তুমি কানের কাছে ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।
রক্তে আমার আগুন জ্বলে চক্ষে ছুটে অগ্নিকণা
জড়ত্বের গান শুনে চাই না হতে অন্যমনা।

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদের এক মুঠো মিষ্টি আলো

যখন চাঁদের এক মুঠো মিষ্টি আলো
সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়ে
তখন মনে হয় এক কৃষক রমণী
চুল তার অবিন্যস্ত
মুখ তার শ্বেত দুর্বার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
চোখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গোপন ইচ্ছা
নগ্ন বুক সারা আকাশটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে
মনে হয় এই বুঝি ফেটে পড়বে কৃষক রমণী
কানায় কানায় ভরে দেবে ভালোবাসার অনন্ত জিজ্ঞাসা
কোটি বসন্তের অভুক্ত সাহারার বুকে
ফুটিয়ে তুলবে একটি পরিশুদ্ধ রঙিন গোলাপ।

BANGLADARSHAN.COM

মুখোশ আঁটা সভ্যতার মুখে

এটা কি একটা কবিতা হলো!
দুর ছাই কি লিখি, কেন যে লিখি
কি দরকার না খেয়ে না শুয়ে শরীরটাকে শেষ করে ফেলা

তার চেয়ে চলো কাস্তে হাতে এক আঁটি বুনো ঘাস এনে
ঝাড়াই বাছাই করি
এবং যেটুকুন দানা পাওয়া যাবে
হামান দিস্তায় পিষে একটুকরো রুটি বানাই

তারপর চিবোতে চিবোতে
মুখোশ আঁটা এই সভ্যতার মুখে
সজোরে একটা লাথি মারি...

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যাশা করো না পৃথিবী

প্রত্যাশা করো না পৃথিবী, নির্দয় আকাশ
আছে শুধু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রেশারেশি।
নির্দয়তার জয় সমুৎপন্ন
দুস্তর কণ্টক বলয় আছে ওত্ পেতে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ভ্রূকুঞ্চনে আবর্ত।

মমত্বের স্রু আজ বড়ই ক্রূর।
অশ্রুশূন্য রোদন। মিথ্যা মেকিঃ
বরং স্ফূর্তিই করা সমীচীন।

প্রত্যাশা করো না পৃথিবী, নির্মম আকাশ
হুতাশন নয়, দীর্ঘশ্বাস নয়
শুধুই খুশির উদ্দাম উচ্ছ্বাস।

BANGLADARSHAN.COM

আমার সাজানো চিতার বুকে

আমার সাজানো চিতার বুকে হাত রেখে শপথ করেছিলে এ চিতা জ্বলবেই। নিভে যাবে না হিম ঝরা রাতে সোনালি স্বপ্নে ঘেরা অনির্বাণ চিতা। এ চিতা জ্বলবে অন্তরে অন্তরে। এ চিতা জ্বলবে হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার চুরমার করে। এ চিতা জ্বলবে ঘুণধরা মনের চৌকাঠ ছাড়িয়ে খিড়কির পাশ ঘেঁষে।

আজ জীবনের সায়াহ্নে সে চিতা গেছে নিভে। শপথ হয়েছে মিথ্যা। মিথ্যায় ভরা আশাহীন শপথ শপথে বিলীন।

তাই বুঝি পৃথিবী হয়ে আসছে ছোট। ক্রমশ ছোট। সময় হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। সূর্য দূরে। আরও দূরে ধ্রুবতারা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। জোয়ার ভাঁটার খেলায় খেলছে না নদী। শুধুই ভরা নদীর কলতানে দিচ্ছে সুর অসময়ের জোয়ার ভাঁটা।

BANGLADARSHAN.COM

সাঁকো

আমরা সাঁকোটা পেরোতে চাই
কিন্তু সাঁকোটা পেরোতে পারি না
মাঝখানে আটকে যাই
যেন একচুল নড়লেই
আমাদের পতন, আমাদের মূর্ছা, আমাদের মৃত্যু
তাই সাঁকো দেখলেই আমাদের ভয়
সাঁকোর কথা ভাবলেই আমাদের আতঙ্ক
সাঁকোর চিন্তায় আমাদের শিহরণ
অথচ আমরা সাঁকোর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি
আমরা সাঁকোর সঙ্গে লড়ে চলেছি
আমরা সাঁকোর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি
আসলে আমাদের চোখ থাকতেও অন্ধ
আমাদের জ্ঞান থাকতেও অজ্ঞান
আমাদের বুদ্ধি থাকতেও বুদ্ধু
সাঁকো সাঁকোই থাকে
আমরা মাঝখানে শুধু হাত পা ছুঁড়ে মরি।

BANGLADARSHAN.COM

জল তরঙ্গের ঝঙ্কার তোলে

চিন্তাকে চিবিয়ে খেতে খেতে
প্রচণ্ডভাবে একটা হোঁচট খেলাম।
আসলে চিন্তাকে আমি খাচ্ছি
না চিন্তা আমাকে খাচ্ছে
আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না
এমনিই ভাবে ভাবতে ভাবতে
চিন্তা আমাকে আমি চিন্তাকে
চিন্তাকে আমি আমাকে চিন্তা
কেমন একটা তালগোল পাকাতে পাকাতে
কখন যে কেমন করে চিন্তার সঙ্গে আমি
আমার সঙ্গে চিন্তা একাকার হয়ে গেল
বুঝে উঠতে পারলাম না।
আর বুঝে উঠতে পারছি না বলেই
চিন্তার মধ্যে আমি
আমার মধ্যে চিন্তা
যখন তখন এখনও
জল তরঙ্গের ঝঙ্কার তোলে।

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যুৎকে বলেছিলাম

বিদ্যুৎকে বলেছিলাম মিছামিছি চমকানো কেন
সদ্য বিয়ে করা কুলবধূর মতো লাজুক লাজুক চোখে
আলোর ঝিলিক মেরে লুকোচুরি কেন
বলেছিলাম–
তোমার চমকানোতে, তোমার আলোর ঝলকে
আমার মনে দিয়ে ওঠে কিরকম একটা সুড়সুড়ি
বাম পায়ের কড়ে আঙুল থেকে মগজ পর্যন্ত
সূর্যমুখির সোনা মুখখানা দিয়ে ওঠে মাথাচাড়া
খেলে যায় রক্তে ঝিনঝিনি
ভুলে ফেলি সমস্ত স্মৃতিটাকে
সামনের রাস্তা হারিয়ে হয়ে পড়ি দিশাহারা
গাটা বমিবমি। মাথাটা টানটান
মনে হয় চোখে অন্ধকার দেখছি।
হয়তো অভিশাপ। নয়তো কর্মফল
গত জন্মের গচ্ছিত কিছু কিছু পাপ
সৃষ্টি করে আমার স্নায়ুতে নিম্নচাপ
তাই হয়তো আমি বিদ্যুতের পরিবর্তে সাপ দেখি
আলোর পরিবর্তে কুয়াশা দেখি
বিংশ শতাব্দীর কুয়াশা এক বিংশ শতাব্দীর তন্দ্রাচ্ছন্ন ধোঁয়াশাকে
কিরকমভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

গাড়ির চাকায় জীবন বাঁধা

গাড়ির চাকায় জীবন বাঁধা
আমাদের আবার ভাবনা কি?
নরককুণ্ডের আদিম বাসী
আমাদের আবার শঙ্কা কি?
ভাবনা কি শঙ্কা কি ভাবছি সবাই বসে
চোখের জলে গা ভাসিয়ে যাবো কোথায় ভেসে
দুঃখে শোকে কান্নাতে জীবন গড়া
আমাদের আবার ক্লান্তি কি?
গাড়ির চাকায় জীবন বাঁধা
আমাদের আবার ভাবনা কি?
চল্ এগিয়ে চল্ চাকার নিচে কালো পেশী সবল করে
চাকার গায়ে ছোবল মেরে বাবুদের চাকা দিই ছিঁড়ে
পাথর চিবিয়ে শক্ত করেছি দাঁত
ভেজাল খেয়ে সঙ্গী ঝড়ের রাত
বেত চাবুক ঘায়ে তামাম দুনিয়া নিচ্ছি চিনে
চিনছি আরো রাত্রিদিন শোষণের ঘানি টেনে
আর আমরা চিনবো না ভাই ঢের চিনেছি
চল না এবার চিনিয়ে দিই
হতে পারি আস্তাকুড়ের ম্লেচ্ছরা
তবুও কি আমরা মানুষ নই?

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুধার্ত প্রশ্নের উত্তর

নরক বলতে পারো কোথায় সমাপ্তি
পরিসমাপ্তি?
জীবনের চলার ছন্দে কোথায় কতদূরে পূর্ণচ্ছেদ
ওত্ পেতে বসে আছে শত উৎকণ্ঠা নিয়ে
কত কথা কত হাসি কত কবিতা গান আর
চোখা চোখা ভাষায় ভরপুর?
নরক বলতে পারো মৃত্যুর পরেই কি
জীবনের সমাপ্তি
পরিসমাপ্তি?
বলতেই কি পারো মৃত্যুর পরে শত যন্ত্রণা
দুঃখ, কষ্ট, দৈন্যের অবসান?
হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা ব্যাভিচার থেকে মুক্তি
চির মুক্তি?
রাজনীতির দ্বীপান্তর
সশ্রম কারাদণ্ড?
নরক বলো বলো থেকো না নিশ্চুপ, নীরব, নির্বিকার
চারিদিকে শুধুই ক্রন্দনধ্বনি
বুকফাটা হাহাকার
অহরহ একটানা অবিরাম
শুনতেই পাচ্ছো?
নীরব থেকো না বন্ধু
অবগুণ্ঠন খোলো।
তবু নীরব?
তবে তাই হোক।
নীরব থেকো বন্ধু।
যদি কোনো আপত্তি থাকে দিও না উত্তর
শুধাবো না প্রশ্ন
কোনো জিজ্ঞাসা

BANGLADARSHAN.COM

শুধু একটি অনুরোধ
বন্ধু তোমার নগ্ন উদ্ধত বক্ষ হতে
আতিশয্যের আবরণ তুলে নাও।
একবার শুধু একবারের মতো দুর্জ্ঞেয় মিনার
উন্মোচন করো।
তোমার উলঙ্গ বক্ষে আমার সঙ্গীরা ক্রীড়ারত
তারা ডাকছে।
তারা বার বার ডাকছে।
তারা ডাকছে হৃদয়ের তল থেকে
সোহাগের কণ্ঠস্বর থেকে ডাকছে–
অভিসন্ধির পুচ্ছ ঊর্ধ্বে তুলে ডাকছে।
আমাকে যেতেই দাও
তোমার অহেতুক অভিমান ভেঙে
ক্ষুধার্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে আনতে
জনম জনম সহস্র জনম
আমাকে যেতেই দাও
যেতেই দাও।

BANGLADARSHAN.COM

এবং আমি তখন

নিয়ন আলোতে বাংলাদেশটাকে বড় সুন্দর দেখছিলাম
চারদিক উজ্জ্বল। চারদিক যেন রুপোর বৃষ্টি ঝরে পড়ছে
বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে গড়িয়ে নিচ্ছিলাম
রূপোলী মোড়কে মোড়া খাঁটি রুপো
মনটাকে বাদশাহী মেজাজ করে নিয়ে
বাংলার মসনদের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম
চোখে সুরমা। বুকে বাদশাহী গোলাপ।

হঠাৎ আলো গেল নিভে
চারদিক অন্ধকার। নিজেকে নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না
যেন আমি একটি শূন্য।
মহাশূন্যের পরিমণ্ডলে ঘূর্ণি খাচ্ছি।
অথচ কি অবাক কাণ্ড
ক্রমশ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো
ক্রমেই উজ্জ্বলতর।
যেন আমি দেখলাম বাংলার আসল রূপ
কল্যাণময়ী মায়ের মতো
শান্তিময়ী বোনের মতো
বরাভয় বন্ধুর মতো
অবশেষে মন থেকে মুছে গেল বাদশাহী মেজাজ।
চোখ থেকে সুরমা
বুক থেকে বাদশাহী গোলাপ
এবং আমি তখন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

BANGLADARSHAN.COM

সে তুমি–তুমিই

তোমাকে স্বপ্নের মতো মনে হতো
তাই স্বপ্ন দেখতাম
তোমাকে অদৃশ্য আলোর মতো মনে হতো
তাই বসে ভাবতাম।
কিন্তু তুমি যে আসলে আমার শরীরের একটি অপভ্রংশ
আমার সত্তার, আমার জীবনের নির্যাস
আমি জানতাম না। জানতাম না আমার প্রতিটি অঙ্গে
তোমার বিচ্ছুরণ। আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমার দুর্বার বিচরণ।

যেদিন জন্মান্তর নিদ্রা থেকে উঠে চোখ মেললাম
যেদিন দেখলাম একটি ফলবতী গাছ
সামনে দাঁড়িয়ে
ঠাণ্ডা সূর্যের নকশা আঁকা আলো দুচোখে খেলছে
সেদিন থেকে আমার স্বপ্ন গেছে টুটে
অদৃশ্য আলো গেছে মুছে
শুধু জেনেছি সে তুমি–তুমিই।

BANGLADARSHAN.COM

সংমিশ্রণ

মেঘ ডাকছে
হয়তো বৃষ্টি হবে, হয়তো
হয়তো বৃষ্টির অভাবে শ্যামল মাঠ শুকিয়ে যাবে।
রুক্ষ মরুভূমির বুকে দেখা দেবে শ্মশান প্রতিমা।

হয়তো বা বৃষ্টির জলে পচে হাজা হয়ে যাবে।
শ্যামল মাঠে সবুজ নীলিমা

অথচ দুটিই দরকার পৃথিবীর বুকে
জল আর তাপ। তাপ আর জল
জলে আছে জীবন। তাপে আছে প্রাণ
অথচ বলা যায়
জলে আছে তাপ
তাপে আছে জল

BANGLADARSHAN.COM

ভাবতে অবাক লাগে
কি সুন্দর এই তাল বেতাল
কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

কান্না-হাসি-ঘাম

শ্রাবণের এক ঝাঁক মেঘ মাথায় নিয়ে
ছুটে গিয়েছিলাম সাহারার বুকে
বুকে ছিল প্রচণ্ড বল
মনে ছিল দুরন্ত ইচ্ছা
সাহারার বুকে ফেটে পড়বো
ভিজিয়ে দেব একূল ওকূল দুকূল
ফুটিয়ে তুলবো প্রতিটি বালুকণার মুখে মুখে বিজয়ীর হাসি
শ্যামলে শ্যামল, নীলিমায় নীল
করে তুলবো সারা মরু প্রান্তর।

কিন্তু পারলাম না
প্রতিটি বালুকণা আমাকে করলো কটাক্ষ
প্রতিটি বালুকণার ক্রূর হাসির কাছে
শ্রাবণের একঝাঁক মেঘ
জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল
প্রতিটি বালুকণার তিক্ত অভিমানে মরে গেল
সৃষ্টির একটি অধ্যায়
সাহারা সাহারাই থেকে গেল
আমি শুধু পথভ্রান্ত পথিকের মতো
কান্না-হাসি-ঘামে
আমার সত্তাকে খুঁজে বেড়ালাম।

BANGLADARSHAN.COM

একটি ছাগলের আর্তনাদ

মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে বাঁচার জন্য
অসভ্যের মতো আর্তনাদ করে উঠেছিল বেওকুফ ছাগলটা
ভেবেছিল এইভাবে ভারতের মহান সংবিধানকে ফাঁকি দিয়ে
ঘাতকের সঙ্গে পাঞ্জা কষে
সব দেবতার আশীর্বাদ কেড়ে নেবে
ভেবেছিল কয়েক বছর গড্ডালিকা প্রবাহে চরে চষে
জীবনের শেষ কটি দিন সুখে দুঃখে কাটিয়ে দেবে
কিন্তু হতভাগা জানে না যে
ঘাতকের মুখে লেগেছে রক্তের স্বাদ
চোখে মুখে নগ্নতার প্রতিহিংসা।
মৃত্যুর মুহূর্তে বাঁচার জন্য
নির্লজ্জের মতো কঁকিয়ে উঠেছিল ইডিয়টটা
ভেবেছিল তার মরণ চিৎকার সৃষ্টিকর্তার কানে গিয়ে পৌঁছবে
ভেবেছিল তার করুণ আর্তনাদ সৃষ্টিকর্তার হৃদয় কাঁপিয়ে তুলবে
ভেবেছিল হাত পা ছোঁড়া একটা এক্সারসাইজ ছাড়া আর কিছুই নয়
কিন্তু হতভাগা জানে না যে
রক্ষকের সঙ্গে ভক্ষকের একচুল ফারাক নাই
এক অবিচ্ছেদ্য।
বাঁচা আর মরা
সৃষ্টি আর ধ্বংস
ছুটে চলেছে সমান্তরালভাবে মহাশূন্যের দিকে
অনন্ত দিন অনন্ত কাল।

BANGLADARSHAN.COM

একটি নতুন মানুষ হতে চাই

আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা আমি মানুষ হতে চাই।
রঙিন ফোয়ারার জৌলুস
আর কাঁচা মাংসের লালসায় পড়ে
আমি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছি
যতবার ভাবছি একটু দূরে ছিটকে পড়বো
আলোর হাত ধরে অন্ধকারের বদ্ধ গলি উতরে যাবো
কিন্তু পারছি না। কি একটা অজানা অচেনা কীট
আমার বুকের পাঁজর অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছে।
আমাকে বুঁদ করে রাখছে একটা অসীম অসহ্য যন্ত্রণা।
একটা দুরন্ত অভিশাপ–আমাকে আস্ত গিলে খেতে
পিছনে পিছনে দুর্বার বেগে ছুটে আসছে
আমি পালাতে পারছি না।
আমি ক্রমশ আরও নষ্ট হয়ে যাচ্ছি
অতল তলে আরও তলিয়ে যাচ্ছি রঙিন ফোয়ারার জলে
আরও ডুবে যাচ্ছি পচা মাংসের দুর্গন্ধময় অন্ধকূপে।
অথচ আমি আরও আরও দূরে সরে যেতে চাই।
এই কাঁচা মাংসের লোলুপ দৃষ্টি ছেড়ে
একটি নতুন মানুষ হতে চাই
স্পষ্ট একটা আলোর ছোঁয়া পেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সারা শরীর জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা

আমরা হাঁপাচ্ছি উঠতে বসতে চলতে হাঁটতে
আমরা হাঁপাচ্ছি মঠে মন্দিরে মসজিদে গির্জায়

আমরা সবাই একটি অসুখে ভুগছি
সারা শরীর জুড়ে এক অসহ্য যন্ত্রণা
শাঁখের করাতের মতো কেটে কেটে চলেছে
চোখ জুড়ে অন্ধকার, নিকষ কালো রাত্রি।

BANGLADARSHAN.COM

শুরু ও সারা

ছোট্ট একটি ডোবা
ডোবার চারধার ঝোপঝাড় লতাপাতায় জড়াজড়ি
ছড়াছড়ি নামহীন গোত্রহীন
পত্র ও পুষ্পে
চাঁদ উঠলে ঠিকরে পড়ে আলো
সেই আলো খেলা করে
কলমি শাকের ফাঁকে ফাঁকে
রাতের প্রহরী জোনাকির সাথে
দেখতে খুব আনন্দ লাগে
এবং লাগে মজাও
কি সুন্দর লুকোচুরি খেলা
কি অদ্ভুত কানামাছি খেলা
চাঁদের সাথে জোনাকির
জোনাকির সাথে চাঁদের মাঝখান থেকে
ডোবা হাসে আর ভাবে
এই বুঝি শুরু
এই বুঝি সারা।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলার আসল রূপ

যেদিন দেখলাম কুয়াশায় মুখ ধুয়ে
বাংলার লজ্জাবতী গাছ শতাব্দীর সূর্যকে প্রণাম করছে
চোখে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি
মুখে ভালোবাসার প্রতিবিম্ব
সেদিনই দেখলাম বাংলার আসল রূপ
প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন কত জীবন্ত
প্রতিটি প্রশ্বাস যেন কত সজীব
রোমান্সে ভরা দেহের রূপরেখা
নিবিড় সারল্যের প্রতি কি মধুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী

পৃথিবী, তুমি ইতিহাসকে ভুলে যেও না
মনে রেখো তুমি দাঁড়িয়ে আছ ইতিহাসের প্রতিধ্বনির উপর
ইতিহাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে তোমার জন্ম
তোমার অস্থিচর্মসার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন
প্রতিনিয়ত ইতিহাসের নির্মম
কশাঘাতে ধুঁকছে।

পৃথিবী, তুমি ভুলে যেও না ভূগোলকে
মনে রেখো তুমি টিকে আছে ভূগোলের কটাক্ষের উপর
ভূগোলের অনিচ্ছা রেখার শেষ কেন্দ্রবিন্দু
তোমার জীবন যন্ত্রণার প্রাচীর ভেঙে
এনেছে বিজয়ীর তীব্র আর্তনাদ।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী, তুমি ভুলে যেও না গণিতকে
মনে রেখো তুমি বেঁচে আছ গণিতের গন্তব্যস্থলে
গণিতের পৈশাচিক শৃঙ্খলে তোমার হত্যার খাঁড়া ঝুলছে
তোমার ক্ষমা নাই নগ্ন ব্যাভিচারের কাছে
তোমার একচুল ভুল মানেই
একটি মৃত্যুর দুটি অপভ্রংশ।

প্রথম প্রভাত

যাক্। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে
এখন আসতে পারো
অবসাদ! খানিকটা জিরিয়ে নিও
তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ভাবতেই পারিনি নীলপদ্ম দুটির মধ্যে
এত নরম এত কোমলতা লুকিয়ে রয়েছে
লাল পদ্মে সর্ব্ব সুখ সর্ব্ব শান্তি
তারপর ভূমিকায় হাজার অবসাদ লক্ষ ক্লান্তি।

এই তো প্রথম পেলাম জীবনে বিশুদ্ধ ঘ্রাণ
কি মিষ্টি কি অদ্ভুত মধুর
কিসে এত আকর্ষণ বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষায়
শরৎ হেমন্তে।
উষ্ণ নিঃশ্বাস দুরন্ত স্পর্শে সব খুলে গেল
বদ্ধ দুয়ার রুদ্ধ জানালা।

কবিতা এখন রাখো
গদ্যের ভ্রূকুটি থেকে বাঁচতে চাও যদি
এখন যাও
পরে এসো।

BANGLADARSHAN.COM

আলো আঁধার

একটি ঘর আলো
আর একটি ঘর আঁধার
আলো আঁধার গায়ে মেখে
হেঁটে চলেছি কোটি বসন্তের বুক চিরে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরতের দিকে
আঁধারে হোঁচট খাচ্ছি
আলোতে শুধরে নিচ্ছি পথ
আঁধারে উপোস থাকছি
আলোতে ভরে নিচ্ছি খাদ
আঁধারে আসে অমাবস্যা
আলোতে পূর্ণিমা
আঁধারে সমাপ্তি আলোতে পূর্ণতা।

BANGLADARSHAN.COM

জোনাকি

কত দিন হলো আমি জোনাকি দেখিনি
খুঁজেই আমি জোছনাভেজা রাতে
খুঁজেছি আমি অমাবস্যার নিকষ কালো রাত্রির ঘামে
পুকুরপাড়ে কচুবন আর ফার্ন-এর বনে
কলমি আর শুশুনি শাকের ফাঁকে ফাঁকে
কত রাত আমি হেঁটে গেছি
বাংলার বুক চিরে
কুয়াশায় মুখ ধুয়ে মেলেছি চোখ
আম জাম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়
নারিকেল সুপারির মাথায় মাথায়
খুঁজেছি আমি অনেক অনেক খুঁজেছি।

BANGLADARSHAN.COM

এক ঝাঁক পায়রা

এক ঝাঁক পায়রা উড়তে উড়তে
অবশেষে এসে বসলো। কালু ময়রার ধান জমির উপর
কিছুক্ষণ চুপচাপ।
কিছুক্ষণ এদিক ওদিক
তারপর আবার আকাশে
এমনিভাবে কাটছিল অনেকক্ষণ
আমি দেখছিলাম
নদীর পাড় ঘেঁষে ছোট্ট একটি টিলার উপর বসে
হেমন্তের পড়ন্ত বৈকালিক
রঙে রঙে রঙিন সমস্ত আকাশ
রঙে রঙে রঙিন সমস্ত মাঠ
রঙে রঙে রঙিন সমস্ত নদনদী
হঠাৎ মন উঠলো ছলাত্ করে
এইতো সেদিন ঝাটু ঘড়াই ধান ঝেড়ে
পেয়েছিল এক বস্তা ভূষি।

BANGLADARSHAN.COM

জয়ন্ত

জানো জয়ন্ত
তুমি যদি সূর্য হতে আমি চন্দ্র
অথবা তুমি যদি চন্দ্র হতে আমি সূর্য
তোমার আমার নির্মল ভালোবাসায় হতো বুঝি
একটি সাগর
জোয়ারের পরে ভাঁটা
ভাঁটার পরে জোয়ার
জোয়ার ভাঁটার স্রোতের মুখে ফুটতো একটি গোলাপ
আর সেটিই হতো একটি কবিতা
তাই না জয়ন্ত?

BANGLADARSHAN.COM

বেড়াল তপস্বী

ক্রমশ আমরা পতনের দিকে পা বাড়াচ্ছি
পাপ পুণ্যের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে
জন্মের ইতিহাসকে কটাক্ষ হানছি
আমরা ভূগোলকে গিলে আছি
বিজ্ঞানকে করছি খুন
আমরা সত্যের মাপকাঠিটাকে বগলদাবা করে
ধর্মসভায় চেঁচিয়ে বলছি
রামনাম সত্ হ্যায়
আর সব ঝুট হায়

অথচ আমরা জানাচ্ছি না
আমরা এক একটি বেড়াল তপস্বী
মাছ ছোঁব না দীক্ষা নিয়েছি।

BANGLADARSHAN.COM

একচুল ভুল

ঝড়ের গতি নির্ণয় করতে গিয়ে
আমার হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল
ভেবেছিলাম ঝড়টা দক্ষিণ পশ্চিম কোণ ধরে আসবে
কিন্তু এলো উত্তর পূর্ব কোণ থেকে
তাই মার খেলো সাধারণ মানুষ কাতারে কাতার
মার খেলো গরু ছাগল মোষ
এবং আরও কত সব।
আমি শুধু স্তব্ধ হিমাদ্রির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম
আর শূয়োরের চামড়ায় মুখ ঢেকে
পাকা ইডিয়টের মতো মাথার চুল ছিঁড়লাম
ব্যাপারটা এমন কিছু নয়
শুধুই হিসেবের খাতায় একচুল ভুল

BANGLADARSHAN.COM

একচুল ভুল মানেই একটি ধ্বংস
একচুল ভুল মানেই সর্বহারা মানুষের একটি অধ্যায়
একচুল ভুল মানেই একটি নতুন যুগের সূচনা
এই প্রথম জানলাম।

হে ঈশ্বর

রাস্তার মোড়ে পড়ে থাকা
একটি কুত্তা বাচ্চার এক ফোঁটা লাল তাজা
রক্ত দেখে কঁকিয়ে উঠছো হে ঈশ্বর!
এক ঝলক দীর্ঘশ্বাসে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে
তোমার আভিজাত্যের দুর্ভেদ্য খোলসটুকু
তোমার নির্ভেজাল রক্তে একটি টাইফুন
দুটি সাইক্লোন বেয়নেট উঁচিয়ে
সূর্যের শেষ সত্বাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য
দুরন্ত প্রয়াস আজ বুঝি ভস্মীভূত

কালের দুরন্ত গতি
স্পর্ধার গতি রোধে ভীষণ যে তৎপর
তা বুঝি জানতে না
তাই না ঈশ্বর!

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচতেই হবে

না মরাই ভালো।
কেন মরবো?
কারও খাই না ধারি
শুধু শুধু মরে যাব।
কিন্তু মাঝে মাঝে মরতে ইচ্ছে হয়
ভীষণ ইচ্ছে হয়।
কি হবে বেঁচে থেকে
উত্থান পতনের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে
কখন যে মরে যাই
বুঝতেই পারি না।
অথচ বেঁচে থাকার কি অদম্য ইচ্ছা
দুরন্ত লিপ্সা
যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না
যাবেও না।
দুর্বোধ্য, দুর্ধর্ষ, দুর্জ্ঞেয়।
শুধু এটুকু জানি
বাঁচতেই হবে
বেঁচে থাকতেই হবে।
কুটিল, জটিল, কদর্য, কর্দমাক্ত
পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর বুকে।

BANGLADARSHAN.COM

আলিঙ্গন

দেবতাদের দরবারে
যেদিন আমার প্রাণদণ্ড হলো
সেদিন আমি আঠারো বছরের সদ্য মাটি ফুঁড়ে
জেগে ওঠা নামগোত্রহীন একটি তরতাজা কিশলয় মাত্র।
চোখে স্বপ্ন, মুখে অনাবিল মৃদু হাসি
বুকে প্রচণ্ড দুরন্ত আকণ্ঠ পিপাসা।
আমার এক হাতে অনন্ত অদম্য জিঘাংসা
অন্য হাতে সত্য-শিব-সুন্দরম্।
আমার পায়ে পায়ে দৃঢ় পদক্ষেপ
যখন আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি
সামনের দিকে অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে
আলোর সন্ধানে, আলোর প্রত্যাশায়
ঠিক তখনি হলো আমার অপ্রত্যাশিত প্রাণদণ্ড।
ধীর পদক্ষেপে নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার
ঢেকে দিল হালকা নীল রংয়ের চাদর
আমার হিমশীতল বিবর্ণ শরীর,
গলায় ফুলের মালা, কপালে সুগন্ধি তন্দন
এবং বুকে একমুঠো ভালোবাসা, ভালোলাগা
উষ্ণ আলিঙ্গন।

BANGLADARSHAN.COM

বারুদ

রাতের পর দিন আসে
দিনের পরে রাত
পথে পথে খুঁজে ফিরি
এক মুঠো ভাত।
কেউ দেয় হাত তুলে
কেউ দেয় গালি
কেউ মারে জুতো ঝাঁটা
কেউ দেয় কালি।
কেউ করে দূর দূর
কেউ আসে তেড়ে
কেউ টানে ভালোবেসে
কেউ বসে মেরে।
BANGLADARSHAN.COM
মাঝে মাঝে ভাবি আমি
কি বিচিত্র দেশ
দয়া নাই মায়া আছে
হয়নি তো শেষ।
এত দুখ এত সুখ
আছে এত আলো
এত হাসি এত কান্না
তবু আছি ভালো।
আছে সূর্য আছে চন্দ্র
আছে ফুল ফল
কত নদী কত ঝর্ণা
কত বনাঞ্চল।
কত সাগর কত পাহাড়
কত দিগন্ত মাঠ
কত শান্তি কত শ্রান্তি
কত পথঘাট

কত কীট কত পতঙ্গ
কত পশুপাখি
দিন নাই রাত নাই
কত রঙ মাখি।
রাতে আলো দিনে আলো
আলোর রোশনাই
মাটি মেখে, মাটির কোলে
বাঁচার বারুদ পাই।

BANGLADARSHAN.COM

ঊষার রক্তবিন্দু

জীবনটা সর্পিল গতিময় ঊষার রক্তবিন্দু
উত্থান-পতন পাশাপাশি ঝড়ের সঙ্কেত
হাসি আর কান্না সুখ আর দুঃখ
আলো আর আঁধারে আশার ঝিলিক
জোছনায় নিরাশার যেন অমোঘ রাত্রি
রমণীর সিঁথির মতো ধূসর বালুরেখা
জনতার কাঁপনে ধোঁয়াটে বিভীষিকা
এর বেশি কিছু নয় হিসাবের শেষ মলাটে।

যত ভেবেছি যত দেখেছি চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে
নিজের সত্তাটাকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করে
শব্দহীন সংলাপের গতিহীন ছন্দে
শিশির ভেজা ফ্যাকাশে ভোরের আকাশে
তিক্ত অভিজ্ঞতার নিক্তির দর্পণে, আর কিছু নয়
জীবনটা সর্পিল গতিময় মুক্ত ঊষার রক্তবিন্দু।

BANGLADARSHAN.COM

আগামী দিনের সূর্যকে

আলেয়া অপেক্ষা করে থাকো আগামী দিনের সূর্যকে
সেলাম জানাতে। ভক্তিপ্লুত সেলাম সেলাম-সে-লা-ম।
প্যারেড ফিল্‌ডে মন মাতানো ব্যাণ্ড বাজিয়ে
রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরো দুয়ের মাঝে ডিস্‌ট্যান্টকে
হত্যা করতে, করতে হত্যা।

ডিনামাইট ফাটুক। ধুলিসাৎ হয়ে যাক আন্দিজ কৈলাস
আনন্দাপ্লুত অশ্রুজলের ধারায় গঙ্গা মেঘনায় উঠুক তুফান
মুছে যাক্—এতদিনের ব্যর্থতা।
তুমি আমি কর্কট ক্রান্তির মানুষ। আমরা মুক্তির মিছিল
একই সাগরে স্নান করি। আর একটি ঘাটে করি জলপান।
সূর্যের লাবণ্য আভা দুটি ঘরের ওপর আছড়ে পড়তে দাও।
ফুটুক মালঞ্চে ফুল। মৌসুমী বায়ু প্রীতির চুম্বন দিয়ে...
গাছে গাছে ফুল ফুটে, ময়না কোকিল পাপিয়াদের কণ্ঠের নির্যাস
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিতে করে তুলছে তুমি সুন্দর,
আমি ভালোবাসি।
আলেয়া অপেক্ষা করে থাকো আগামী দিনের সূর্যকে
সু-রসাল সম্ভাষণ জানাতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস।
ঘৃণ্যতার অভিসন্ধি কেটে ছিঁড়ে রুটিন বানাও
ফার্স্ট লাইনে চলবে জয়োদীপ্ত ব্যাণ্ডের মিছিল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥